দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JAN 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

এটা রাজনৈতিক প্লাটফরম নয় ঃ ভিসি

তীব্র বিতন্ডা ঃ সিদ্ধান্ত ছাড়াই ঢাকা ভার্সিটি সিনেট সভা মুলতবী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের বিশেষ অধিবেশন কয়েকজন সিনেট সদস্যের রাজনৈতিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র বাকবিতন্ডার মধ্য দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সোমবার মূলতবী হয়ে গেছে। ২ ঘন্টা ৫ মিনিট স্থায়ী এই অধিবেশন মূলতবী হবার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সিনেট চেয়ারম্যান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট উচ্চমানের। কিন্তু আজ আমি হতাশ হয়েছি। এধরনের ঘটনা দুঃখজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিকাল সাড়ে তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা কক্ষে অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত এবং শোক প্রস্তাবের পর সিনেট চেয়ারম্যান তার প্রারম্ভিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রারম্ভিক বক্তৃতায় সিনেট চেয়ারম্যান প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, গত সিনেটের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। তিনি বলেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য একাডেমিক ব্যবস্থা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এই অবস্থায় ৩২ দিন ক্লাস হতে পারেনি। বিঘ্নিত হয়েছে অনেক পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অবস্থার অবসানে সকল মহলের সহযোগিতা তিনি কামনা করেন।

সিনেট চেয়ারম্যান তার বক্তৃতা শেষে যে জন্য এই অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে সেই ফার্মেসী অনুষদের গঠন সংক্রান্ত স্ট্যাটিউটস-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী অনুমোদনের জন্য সিনেট সদস্যদের আহ্বান জানান।

এর উপর আলোচনা করেন প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী, প্রফেসর আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর শাহাদাত আলী। রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি প্রফেসর হারুনঅর রশীদের একটি বক্তব্যের

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তীব্র বিতন্ডা ঃ সিদ্ধান্ত ছাড়াই ঢাকা ভার্সিটি সিনেট সভা মুলতবী

পর সিনেট উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হারুন-অর রশীদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নুবান আহমদ প্রায় দুইমাস আগে মারা গেলেও তার হত্যাকারীরা আজও গ্রেফতার হলো না। এর জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায়ী করে বলেন, তারা ক্যাম্পাসে আসার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন। তিনি সিনেট চেয়ারম্যানের প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে ১ ফেব্রুয়ারী বইমেলায় না আসার জন্য সিনেটে প্রস্তাব গ্রহণের আহ্বান জানান। তার এ বক্তব্যের পর পয়েন্ট অব অর্ডার নিয়ে ডাকসু মনোনীত সিনেট সদস্য এ বি এম মোশাররফ হোসেন বলেন, সিনেটের রুলস অব বিজনেসে আছে যে কোন প্রস্তাব অধিবেশনের ৯ দিন পূর্বে জমা দিতে হবে। তাৎক্ষণিকভাবে এধরনের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলন আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ। তাই প্রধানমন্ত্রী প্রতিবারের ন্যায় সেই একুশের বইমেলা উদ্বোধনের জন্য আসবেন। এরপর রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি কয়েকজন সিনেট সদস্য রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বক্তব্য দেয়ার চেষ্টা করায় পরিস্থিতি অবনতি হলে বেশ কিছু সিনেটর এর প্রতিবাদ জানান। সিনেট চেয়ারম্যান বলেন এটা কোন রাজনৈতিক প্লাটফরম নয়। তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য পরিহার করার আহ্বান জানান। কিন্তু প্রফেসর হারুন-অর রশীদ, প্রফেসর সৈয়দ আহমদ খান, হাবিবুর রহমান খান, এডঃ ওজায়ের ফারুক, একের পর রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে থাকেন এবং অপর সিনেটদের বক্তব্য দেয়ার সুযোগ না দিয়ে নিজেদের বক্তব্য পেশ অব্যাহত রাখেন।

সিনেট চেয়ারম্যান এই পর্যায়ে প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হককে ফ্লোর দেন। প্রফেসর হক তার বক্তৃতার শুরুতেই বাধাপ্রাপ্ত হন। কয়েকজন সিনেট সদস্য চিৎকার করতে থাকেন। এরই মধ্যে তিনি বলেন, আমরা কথায় কথায় অন্যকে স্বৈরাচার বলি। কিন্তু নিজেরা যে স্বৈরাচারী ভাষায় কথা বলি এটা বোঝা উচিৎ। তিনি বলেন, রাজনৈতিক বক্তব্য আসতে পারে কিন্তু এভাবে নয়। ফজলুল হক বলেন, দাতা দেশগুলোর কাছে দেশের কুৎসা রটনা করা .... কিন্তু তিনি তার বক্তব্য শেষ করতে পারেননি। এ সময় তীব্র হৈচৈ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হলে মাগরিবের আজানের আগে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় সিনেট চেয়ারম্যান সিনেট অধিবেশন মূলতবী করে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

অধিবেশন মূলতবী হবার পর বেশ কয়েকজন শিক্ষক প্রতিনিধি ও রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি কক্ষে অবস্থান করেন এবং সিনেট চেয়ারম্যান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। তারা অধিবেশন মূলতবী হবার পর দুটো প্রস্তাব নিজেরাই গ্রহণ করেন এবং পরে সাংবাদিকদের জানান। একজন সিনেটর এডভোকেট ওজায়ের ফারুক ইফতারী বর্জন করা হলো ঘোষণা দিলেও তার কথায় কেউ কর্ণপাত না করে সবাই ইফতার করেন এবং পরে তিনি নিজেও ইফতারী করেন।

সিনেটের এই অধিবেশনে গতকাল ৬৩ জন সিনেটর উপস্থিত ছিলেন। কক্ষ ত্যাগ করায় পর সিনেট চেয়ারম্যান প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, তারা সিনেটে আসন্ন নির্বাচনের নতুন তফসিল ঘোষণার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এটা কোন রাজনৈতিক প্লাট-ফরম নয়। প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমীতে আসবেন কি আসবেন না এটা সিনেটের আলোচ্য বিষয় নয়। আমি কোন রাজনৈতিক দলের নই। তাই রাজনৈতিক বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। সিনেট অধিবেশন এই জন্য যদি আহ্বান করা হয় তবে দুঃখজনক। তিনি বলেন, সিনেটে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়নি।

সিনেটের মূলতবী অধিবেশন আগামী ২৮ মার্চ বিকাল সাড়ে তিনটায় আবার বসবে।